পাওয়ার টু গার্লস

আসুন বাল্যবিয়ে বন্ধ করি, একসাথে।

GIRLS NOT BRIDES
The Global Partnership to End Child Marriage

বিশ্বজুড়ে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মেয়ের ১৮ বছর বয়সের আগে বিয়ে হয়ে যায়। বাল্যবিয়ে এবং এ ধরনের সন্ধি জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতার এমন এক ধরন, যা মেয়েদের শিক্ষার পথ বন্ধ করে দেয় এবং তাদের অধিকার, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও স্বায়ত্তশাসনকে ঝুঁকিতে ফেলে। আমরা এমন একটি পৃথিবী দেখতে চাই যেখানে মেয়েরা বাল্যবিয়ে থেকে মুক্ত থাকবে এবং তাদের স্বপ্ন পূরণ ও সংগঠিত হওয়ার সুযোগ থাকবে।

গত এক দশকে আমরা অনেক অগ্রগতি দেখেছি। নিজের মতো করে জীবন যাপনের জন্য লক্ষ লক্ষ মেয়ে অধিকতর স্বাধীনতা, সুযোগ ও ক্ষমতা ভোগ করছে। তবে এখনও আরও অনেক কাজ করা বাকি রয়ে গেছে। বাল্যবিয়ে বন্ধের জন্য আমাদের অগ্রযাত্রার গতিকে অবশ্যই ত্বরান্বিত এবং যৌথ প্রচেষ্টাকে জোরদার করতে হবে। এবং এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, এই প্রজন্মই যেনো শেষ প্রজন্ম হয়, যেখানে মেয়েরা অল্প বয়সে বধূ হয়েছে।

দ্য গার্লস নট ব্রাইডস পার্টনারশিপ সেপ্টেম্বর ২০২১ থেকে মার্চ ২০২২-এর মধ্যে পাওয়ার টু গার্লস প্রচারাভিযানের মাধ্যমে আমাদের বৈশ্বিক আন্দোলনকে গতিশীল করবে। আমরা একসাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের কাছে এই সমস্যাটির তাৎপর্য তুলে ধরবো এবং তাদের এখনই

দ্য গার্লস নট ব্রাইডস: দ্য গ্লোবাল পার্টনারশিপ টু এন্ড চাইল্ড ম্যারেজ পাওয়ার টু গার্লস প্রচারাভিযানের লক্ষ্য হলো বাল্যবিয়ে বন্ধে অবিলম্বে পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানানোর জন্য এর স্বপক্ষের শক্তিগুলো আরও কাছাকাছি নিয়ে আসা।

পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানাবো। মেয়েদের স্বাধীনতা ও সংগঠিত হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতাগুলো আমাদের দূর করতে হবে এবং তাদের শরীর, জীবন ও ভবিষ্যতের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। এই প্রচারাভিযানে আমরা মেয়েদের কণ্ঠস্বরকে আরও জোরালো করতে চাই এবং তাদের নিজস্ব ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে ও তাদের সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করার মতো জায়গা তৈরি করতে চাই। বাল্যবিয়ের অবসান যে একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে অগ্রাধিকারভিত্তিক বিষয়, তা নিশ্চিত করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের দিক থেকে আমরা বাস্তবোচিত প্রতিশ্রুতি এবং জবাবদিহিতা দেখতে চাই।

আসুন বাল্যবিয়ে বন্ধ করি, একসাথে।

পাওয়ার টু গার্লস কিসের আহ্বান জানাচ্ছে?

দ্য পাওয়ার টু গার্লস প্রচারাভিযান সরকার, দাতাসংস্থা, দায়িত্বরত ব্যক্তি, নাগরিক সমাজ, মেয়ে ও জনগোষ্ঠী/ কমিউনিটির প্রতি আহ্বান জানায় যে, এই প্রজন্মই যেনো বাল্যবিয়ে দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত শেষ প্রজন্ম হয় তা নিশ্চিত করতে তারা যেনো পাওয়ার টু গার্লস অঙ্গীকার গ্রহণ করেন।

বাল্যবিয়ে বন্ধে আমরা দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি, যাতে অর্থায়ন করা হবে এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়া হবে। মেয়েদের অধিকারের পরিধি বাড়াতে এবং জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করতে আমাদের অবশ্যই একত্রিত হতে হবে। আমরা যদি আগামী দশকে বাল্যবিয়ের অবসান ঘটাতে চাই, তাহলে আমাদের নিচের প্রতিশ্রুতিগুলো দরকার:

- আমাদের প্রচেষ্টার কেন্দ্রে মেয়েদের রাখুন
- সামাজিক রীতিনীতি পরিবর্তন করুন
- আরও বেশি মেয়েদের কাছে পৌঁছানোর জন্য সফল প্রোগ্রাম ও উদ্যোগগুলোকে আনুপাতিক হারে বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দিন
- পরিবর্তন আনতে নাগরিক সমাজের উদ্যোগকে সমর্থন করুন
- বাল্যবিয়ে মোকাবেলায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পদক্ষেপ নিন

পাওয়ার টু গার্লস প্রতিশ্রুতি দিয়ে আপনি সব জায়গায় মেয়েদের জানাচ্ছেন যে, আপনি তাদের ভবিষ্যত ও একটি জেন্ডার-সমতাভিত্তিক বিশ্বকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। একে একটি আন্দোলন হিসেবে নিয়ে আমরা পাওয়ার টু গার্লস প্রচারাভিযানের প্রতিশ্রুতিগুলো ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের কাছে তাদের দেয়া প্রতিশ্রুতির হিসাব নেবো।

#PowertoGirls

কীভাবে আমি পাওয়ার টু গার্লস প্রতিশ্রুতি দিতে পারি?

আমাদের প্রচারাভিযানের ওয়েবপেজে আপনার প্রতিশ্রুতির পোস্ট দিন এবং পদক্ষেপ গ্রহণে আমাদের আহ্বানে আপনার কণ্ঠকে যুক্ত করুন। আপনার প্রতিশ্রুতি সুনির্দিষ্ট এবং সময়সীমাযুক্ত হওয়া দরকার। আমরা যেসব প্রতিশ্রুতি দেয়ার আহ্বান জানাচ্ছি, তার কিছু উদাহরণ এরকম হতে পারে:

দাতাসংস্থা

'বাল্যবিয়ে বন্ধে আনুপাতিক হারে সমাধানের পথ গ্রহণের জন্য ১০ লাখ পাউন্ড দেয়ার প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে আমি পাওয়ার টু গার্লস প্রচারাভিযানে সমর্থন দিচ্ছি। মেয়ে ও কিশোরীদের স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার এবং তাদের নিজেদের শরীরের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অধিকার না পাওয়া পর্যন্ত আমরা সত্যিকারের টেকসই ও সবার জন্য সমান এক ভবিষ্যত পাবো না।'

সরকার

'আমাদের জাতীয় সরকার আইন করে মেয়েদের জন্য বিয়ের ন্যূনতম বয়স বাড়িয়ে ১৮ বছর নির্ধারণ করে পাওয়ার টু গার্লস প্রচারাভিযানে সমর্থন জানাচ্ছে। সরকার আরো প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে নারী ও মেয়েদের জন্য বিনিয়োগের বিষয়টি পর্যালোচনা করা হবে।'

এ্যাক্টিভিস্ট/ কর্মী

'আমি আমার এলাকার সংসদ সদস্যকে বাল্যবিয়ের বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানানোর মাধ্যমে পাওয়ার টু গার্লস প্রতিশ্রুতিকে সমর্থন দেই। কারণ, নিজেদের শরীর, ভবিষ্যত ও জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতা আমাদের থাকা উচিত।'

মেয়ে/ তরুণ ব্যক্তি

'পাওয়ার টু গার্লস মানে আমার শিক্ষার পথে বাধা, আমার পছন্দের অধিকার, আমার ভবিষ্যতের পথে প্রতিবন্ধকতাগুলোকে ভেঙে দেয়া। এজন্য আমি আমার জনগোষ্ঠী/ স্কুল/ উদ্যোগের সাথে মিলে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করছি।'

পাওয়ার টু গার্লস-কে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি প্রদানে মাধ্যমে মেয়ে ও কিশোরীরা বিয়ে করা/না করানিজের পছন্দমতো সময়ে ও পছন্দনীয় ব্যক্তিকে বিয়ের করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে তা নিশ্চিত করতেআমাদের সাথে যোগ দিন।

Power to Girls

#PowertoGirls